যুগান্তর

তারিখ 12 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

নকলের আবদার

বর্তমান সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন নকলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। সেই অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছেন বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ। তাহার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সচেতন মহলের প্রশংসা কুড়াইয়াছে। পরিতাপের বিষয় এক্ষণে বিএনপির ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা নকল করিতে না দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গিয়াছে, সিলেটের এমসি কলেজ কেন্দ্রে এলএলবি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রকাশ্যে নকলের সুযোগ না দেওয়ায় ছাত্রদল ক্যাডাররা একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রদলের প্রভাবশালী নেতারা ছাড়াও একজন এমপির পিএস ছিলেন। এই সকল ভিআইপি (!) পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনা না করিয়াই পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ বই খুলিয়া যথেচ্ছ নকল করিয়া পরীক্ষা দিবার নিয়ত ছিল। কিন্তু বাদ সাধিলেন কর্তব্যরত ৬ জন ম্যাজিস্ট্রেট। এই সকল ছাত্র পরীক্ষার অর্ধেক সময় পার হইয়া গেলেও এক লাইনও লিখিতে পারে নাই। কারণ ছাত্র নং অধ্যয়ন তপঃ- জাতীয় আপ্তবাক্যগুলি এহেন নকলবাজদের নিকট বড়ই অচেনা। বিশেষ করিয়া তথাকথিত ছাত্রকুল যদি আবার কোন রাজনৈতিক দলের ক্যাডার হয় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। কাহার এতবড় বুকের পাটা যে তাহাদের নকল ধরিবে? নকলের সুযোগ না পাইয়া ছাত্রদলের ক্যাডাররা পরীক্ষা হলেই বীরবিক্রমে ম্যাজিস্ট্রের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মাহবুবুল করিমের শার্টের কলার ধরিয়া টানাহেঁচড়া করে। শরীরে আঘাত করে। কিছু প্রভাবশালী ক্যাডার উত্তরপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের বারান্দাতেই পোড়াইয়া ফেলে। এমসি কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাডারদের দাপটে নাজুক অবস্থায় ছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসিবার পরও ছাত্রদল ক্যাডারদের বাদ দিয়া পরীক্ষা গ্রহণে সাহস পান নাই কলেজ কর্তৃপক্ষ। নকল নামক দুষ্টক্ষত প্রায় তিন দশক ধরিয়াই জাতির মেধা-মননকে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত করিয়াছে। রাজধানী ঢাকা ও সারাদেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে পাবলিক পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষায় চলিয়াছে নকলের মহোৎসব। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর নকল প্রতিরোধে যথেষ্ট জোরালো পদক্ষেপ নিয়াছে। কিন্তু সত্যি বলিতে কী, এতদিনে যাহা ক্ষতি হইবার তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘদিনের এই কুঅভ্যাসে আক্রান্ত জাতি কমবেশি নকলমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। নকলের বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে ক্লাসে না পড়ানো এবং নোংরা রাজনীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ। বিশেষ করিয়া রাজধানীর বাইরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষের চাইতে কথিত রাজনীতিই ছাত্রদের নিকট মুখ্য হইয়া উঠে। নকলে সহযোগিতার জন্য মাঝে মধ্যে শিক্ষকদের বহিষ্কৃত হইবার লজ্জাজনক খবরও আমাদের পাঠ করিতে হয়। কখনও নকল ধরিতে গিয়া ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক ক্যাডারদের হাতে নাকাল হইবার ঘটনাও ঘটে। এই সকল রাজনৈতিক মাস্তানরূপী ছাত্রদের অভিভাবকরাও নকলবাজির পিছনে কম দায়ী নহে। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোন দল বাঁধিয়া নকল সাপ্লাই দিতে আসে। যে কোন সভ্য সমাজ এই ঘটনায় বিস্মিত, বিমূঢ় হইলেও উহারা এহেন অপকর্মকে স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই মনে করে। সচেতন মহল ও নকলবিরোধী শিক্ষকদের ভাষ্যানুযায়ী, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কেন্দ্রগুলিতে তুলনামূলকভাবে নকল কম হয়। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা, গভর্নিং বডির সদস্যদের (বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক দলের) দৌরাত্ম্য যেখানে সেখানে নকলের তাণ্ডব খুবই বেশি। এমসি কলেজের বর্তমান ঘটনাটি উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আগে নিজের ঘর সামলান। সরিষার ভূত তাড়ান। না হয় নকল প্রতিরোধের প্রশংসনীয় উদ্যোগ শুধু ব্যর্থই হইবে না, নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থাটিও ভাঙিয়া পড়িবে।